আকৃতিতে মণুষ্য অথচ প্রকৃতিতে শাখামৃগ!

বনি আমিন

"প্রবাসে ডক্টোরেট-ধারী সকল শিক্ষাবিদরা আসলেই কি ভাঁড় ও ভন্ড!" দীর্ঘদিন ধরে এই আশ্চর্য্যবোধক প্রশ্নটি আমার মনে উঁকি দিচ্ছিল। উক্ত বিষয়ে অতিতে লেখা মার্কিন প্রবাসী একজন ক্ষুরধার কলাম লেখক বিরুপাক্ষ পালের কথা মনে পড়লেও চাক্ষুস তথ্য ও উপাত্ত না থাকায় এ বিষয়ে কিছু লিখতে আমি কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। এবার ভাবছি না লিখলেই নয়, কারণ কাউকে না কাউকে বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতেই হবে। দুষ্টু বেড়াল বার বার মিঁউ করে বিরক্ত করবে, "মিঁউ, আমি ডক্টোরেট", "মিঁউ, আমি ছাত্র পড়াই", কাঁহাতক বাড়ীর নিরীহ বাসিন্দারা আর তা সহ্য করবে?

প্রবাসে, বিশেষ করে সিডনী সহ অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন মহানগরগুলোতে হরেক পেশার আনুমানিক সত্তুর হাজার বাংলাদেশী এখন বসবাস করছে। লক্ষ্য করা গেছে এ জনসংখ্যার মাঝে একমাত্র ডক্টরেট ধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত গুটি কয়েক বাংলাদেশী 'মাষ্টর' E.T'র লেবাসে আবৃত করে নিজেদেরকে সর্বদা অন্যজগতের প্রানী হিসেবে পরিচিত করতে চায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজেদেরকে এরা বুদ্ধিজীবি ও সর্বজ্ঞান বিশারদ হিসেবে স্বল্পশিক্ষিত প্রবাসীদের কাছে জাহির করতে সর্বদা ব্যাস্ত। এদের মাঝে আবার যারা অতিধার্মিক এবং প্রতিদিন মধ্যাহ্নে কাজের সময় আল্লাহ্‌র নামে মন চঞ্চল হয়ে উঠার ভাব দেখায়, এদের অবস্থাতো আরো জঘন্য। দৈনন্দিন জীবনে এরা মুখে এক, কর্মে আরেক। এদের সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকলে কোনব্যক্তি ঘুনাক্ষরেও আর ধর্ম-কর্ম করতে চাইবেন না। কারন গীবত দোষে দুষ্টু ও 'চরিত্রহীন' এসকল ডক্টোরেটধারী মাষ্টর গুলোকে 'ধর্ম' প্রকৃতার্থে ভন্ড ও ভাঁড় হিসেবে রূপান্তরিত করেছে বলে অনেকে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে সহজে আর ঐ পথে পা মাড়াবেন না।

শ্রদ্ধা করে এদের কাউকে যদি আপনি কখনো বলেন যে, 'আপনি সত্যি একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি, স্বার্থক জনক ও আদর্শবান স্বামী(?)' তবেতো কথা-ই নেই। যিনি প্রশংসা করে সরলভাবে এই স্তুতিবাক্য গুলো ঐ 'মাষ্টর'কে বললেন দেখা গেল শেষপর্যন্ত সিন্দাবাদের বুড়ীর মত ঐ ডক্টোরেট-ধারী ভন্ড তার স্নেহভাজন ব্যক্তিটির ঘাঁড়েই আছর করে থাকে। আকৃতিতে মনুষ্য হলেও প্রকৃতিতে এদের প্রায় সবকটি শাখামৃগ। আর তাই প্রায়শ সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের মনে প্রশ্ন জাগে, ব্যক্তিত্বহীন ও ভাঁড়রূপী এসকল 'মাষ্টরদের কাছ থেকে বস্তুত কোন ছাত্র কি কিছু শিখতে পারছে? ব্যক্তিগত জীবনে এরা কি আসলে উদার ও নিষ্ঠার সাথে জীবনযাপন করছেন? ডক্টরেটধারী 'মাষ্টর'গুলো অন্যপেশার আর সকলকে কি বেয়াকুফ মনে করেন? বাস্তবে এদের জ্ঞান ও মেধাশক্তির দৌড় কতটুকু? এক বিষয়ে 'ডক্টোরেট' করে সর্ববিষয়ে এরা জ্ঞানদান করেন কিভাবে? কোন্ বয়সে এবং কত বছর 'ফেল' মেরে শেষাব্দি এরা উক্ত উপাধী অর্জন করেছেন? এদের অনেকেই তিনকুড়ি বয়স পার করেও এখনো সাধারন লেকচারার হিসেবে বিশ্ববিদ্যলয়ের চৌকাঠে ল্যাং খেয়ে পড়ে আছেন কেন? 'লং-সার্ভিস লীভ' এর মত অবকাশযাপনের সুবর্ণ সুযোগটিতে 'self-seeking creature' এই অর্থ পিচাসগুলো কর্মসন্ধানে উন্নত দেশগুলোতে কেন ছুটা-ছুটি করে মরছেন? অতি বিদ্যান বলে দাবীদাররা ঐ অবকাশকালে নিজ মাতৃভুমির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে গিয়ে কি কোন অবদান রাখতে পারেননা? গোঁদের উপর বিষফোঁড় রূপী এই 'মাষ্টর'গুলো প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ আদৌ কি কখনো উজ্জল করতে পেরেছেন? তাহলে এরা কি প্রায় সকলেই "মোরগের দেশে শিয়াল রাজা", অর্থাৎ ঘরের বিবিজান আর কমিউনিটির কাছেই এদের যত হম্বি-তম্বি? এরা কি আসলে দেশদরদী? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে এত বুদ্ধি ও জ্ঞান মাথায় নিয়ে দেশ ও জাতির সেবা না করে বিদেশে ছুটে আসছেন কেন? [দয়াকরে সাধারণ আমজনতার সাথে লেবাসধারী এই ডক্টরেটদের গুলিয়ে ফেলবেন না।]

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডক্টর মনীন্দ্র কুমার রয়ের [এম.কে.আর] বিক্রমপুর নিবাসী স্বর্গিয় পিতার কথাটি মনে পড়ে গেল। আশির দশকের প্রথমদিকে সন্তান বিদেশ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী করে দেশে ফিরেছেন। এ্যামেরিকার ম্যাসাসুটাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষকতার ডাক পেয়ে পুনরায় বিদেশ যেতে চাচ্ছেন। আলাদীনের চেরাগ হাতে ভাগ্যের চাকা দ্রুত ঘুরে যাবে বলে তিনি তার পিতার কাছে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। দেশপ্রেমী পিতা চান না তাঁর সন্তান শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ বিবেচনা করে বিদেশে পড়ে থাকুক। তার চেয়ে বরং দেশ ও জাতির সেবা করুক, সন্তানের কাছে তার এ কামনা। সোনালী মৃগয়ায় বিদেশে যেতে যখন সন্তান তার পিতার অনুমতির জন্যে জোর আবদার করেলেন, তখন ধৈর্যহারা পিতা রাগতস্বরে বল্লেন, "দ্যাশের নাপিত দ্যাশে থাইকা চুল ফালাইয় ভাত খা, বিদ্যাশে গিয়া গোরা মাইনসের বা - কামাইয়া ভাত খাওন লাগবো না।" পিতৃভক্ত সন্তান ড: রয় আর কখনো দেশ ছাড়েননি, তবে তিনি ফীবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবেষনা ও সেমীনারের কাজে হামেশা চর্কির মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাহলে কি অষ্ট্রেলিয়বাসী ডক্টোরেটধারী তথাকথিত এসকল 'মাষ্টর'রা প্রবাসে এসে সত্যি 'ঐ' করেই ভাত খাচ্ছেন? সকলের ক্ষেত্রে হয়তবা এ কথা ঠিক নয়। এদের মাঝেও গুটি কয়েক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আছেন যাদের আচরন ও বিনয়ভাব দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে যায়। তাঁদের মেধা ও গবেষনা জগতের অবদান দেখে গর্বে স্বতঃস্ফুর্তভাবে একজন শীর্নকায় পুষ্টিহীন দেহের বাংলাদেশীরও মাথা সোজা উন্নত হয়ে উঠে। প্রবাসের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিদেশীরা বাংলাদেশ নামক বিশ্ব-দুর্নীতিবাজ, হত-দরীদ্র ও উপুর্যপরি বন্যায় বিধ্বস্ত দেশটিকে চিনতে পারে এ সকল গুনী ও মেধাবীদের কারনে। তবে এ ধরনের বাংলাদেশী বিদ্বানদের সংখ্যা অতি নগন্য এবং প্রায় কনিষ্ঠ আঙ্গুলের কড়ের সংখ্যাতেই এঁরা সিমীত। প্রচারবিমুখ এই বিদ্বানদেরকে সস্তা কোন সমাবেশ, সেমীনারে অথবা দেশী রাজনৈতিক মঞ্চে কখনোই দেখা যায় না। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঘরে ঘরে গিয়ে এঁরা 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' বলে মিলাদ পড়িয়ে, মুনাজাত শেষে অতি অপ্রাঙ্গিকভাবে [অনেকটা জোর করেই প্রসঙ্গ টেনে] মেহমানদের কাছে নিজের 'মাষ্টরি'র কথা জাহির করতে চান না। এরা ছাত্রের 'পরীক্ষার খাতা কাটা' ও আগামী পাঁচ মাস পরে কোথাকার কোন 'সেমিনারে' যোগ দিতে দুদিনের জন্যে বিদেশে যাবেন তাই এখন থেকে বাক্স-পেট্রা গোছাতে হচ্ছে বলে অহেতুক ব্যাস্ততার বাহানা দেখান না। আকণ্ঠ জলপুর্ন গাগরীর ন্যায় এই মেধাবী ও বিদ্বানদের আওয়াজ অত্যন্ত কম। বস্তুত তথাকথিত 'মাষ্টর'দের মানসিক দূরাবস্থা দেশগ্রামের ছাপোষা 'লজিং মাষ্টার' এর চেয়েও শোচণীয়। এদের ভাব সাব দেখে এই সুদুর প্রবাসেও শ্বাশ্বত গ্রামবাংলার কাচারী ঘরে আশ্রয়প্রাপ্ত এবং অবশেষে গৃহকর্তার 'অচল সিকী' কন্যাটিকে শাদী করে জাতে উঠা সেই 'লজিং মাষ্টার'দের কথাই বার বার মনে করিয়ে দেয়। [আগামী সংখ্যায় দেখুন]

সুধী পাঠক,

আজকাল আমার ব্যক্তিগত সময়ের বড়ই টানাটান, তাই কথা দিয়েও অনেক লেখা সময়মত লিখতে পারি না। বারংবার প্রতিশ্রুতি খেলাপের জন্যে আপনাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবে এ কিস্তিতে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত প্রবাসের ডক্টোরেটধারী এসকল 'মাষ্টর'দেরকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখা আমার শেষ হয়েছে। লেখাটিতে আরেকবার চোখবুলানো প্রয়োজন আছে বলে এ কিস্তিতে ছাড়তে পারছি না। আগামী দু এক হপ্তার মধ্যেই আশাকরি পাঠকদেরকে উক্ত লেখাটি উপহার দিতে পারবো। উক্ত প্রতিবেদনে অনেক পাঠক বাংলাদেশী ডক্টোরেট-ধারী প্রবাসী মাষ্টরদের বিষয়ে তাদের ধারণা ও চিন্তা প্রতিম্বিবিত হবে বলে আমি মনে করি। দয়াকরে অপেক্ষা করুন।

বনি আমিন, সম্পাদক